## সা ত দি ন

**১৮ মার্চ :** আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের এক সভায় জাতির পিতার প্রতিকৃতি নামানোর বিল সংসদে পাস হলে আওয়ামী লীগ দলীয় এমপিরা সংসদ থেকে পদত্যাগ করবেন বলে জানিয়েছেন।

প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রণয়নের লক্ষ্যে বিদ্যমান তালিকা যাচাই-বাছাই এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সুযোগ-সুবিধাসহ এ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নের জন্য জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে অনুমোদন করা হয়েছে।

এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধের ঘটনায় সারা দেশে আরো ২৩ জন শিক্ষক এবং প্রায় দুই হাজারেরও বেশি পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত।

**১৯ মার্চ :** সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সম্পর্কিত ১২ দফা নির্দেশাবলী বাস্তবায়নের সময়সীমা আগামী ৩০ মে পর্যন্ত বর্ধিত করেছে।

জাতির পিতার প্রতিকৃতি নামানোর বিল প্রত্যাহারসহ বিভিন্ন শর্ত সাপেক্ষে আওয়ামী লীগ এমপিরা পদত্যাগের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে পারেন বলে জানিয়েছেন।

সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোটের পক্ষে ঢাকায় সাদেক হোসেন খোকা, খুলনায় শেখ তৈয়েবুর রহমান ও রাজশাহীতে মিজানুর রহমান মিনুর প্রার্থিতা চূড়ান্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের বার্ষিক রিপোর্টে ২০০১-২০০২ অর্থবছরের অর্থনৈতিক বিভিন্ন অনিশ্চয়তা তুলে ধরে, এই অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পাবে বলে জানিয়েছে।

দিনাজপুরের বিরল সীমান্তে বিএসএফ-এর গুলিতে দুই বাংলাদেশী নিহত হয়েছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ে আগামী ১ এপ্রিল হতে সব রুটে যাত্রী বাড়া ২৫-৩০ শতাংশ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঢাবি'র ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রকে (টিএসসি) ধূমপানমুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

**২০ মার্চ :** সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন সারা দেশে মেয়র পদে ৪০ এবং কমিশনার পদে ২০৫৪ জন মনোনয়নপত্র দাখিল করেন।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে দেশব্যাপী পরিচ্ছন্নতা অভিযানের উদ্বোধন করেন।

শীর্ষ ২৩ সন্ত্রাসীর একজন ইমাম হোসেনের সহযোগী দুই ছাত্রদল নেতাসহ ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

**২১ মার্চ :** জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শন (রহিতকরণ) বিল ২০০২ জাতীয় সংসদে পাস করা হয়েছে। বিল পাসের প্রতিবাদে কাদের সিদ্দিকী ও স্বতন্ত্র সদস্য দেলোয়ার হোসেন ওয়াক আউট করেন।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বঙ্গবন্ধুর ছবি বিতর্কের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতি অনুযায়ী নির্বাচিত সরকার প্রধানের পাশাপাশি জাতীয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ও স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমানের ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শন (রহিতকরণ) বিল পাসের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ দলীয় এমপিরা জাতীয় সংসদে কালো ব্যাজ ধারণ করে এবং কালো পতাকাসহ বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করে।

সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের শেষ দিনে মেয়র পদে ৩৬টি মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন।

মিরপুর বাংলা কলেজের ছাত্রদল নেতা মিঠু হত্যার প্রতিবাদে কলেজের ছাত্রদল ও বিএনপি কর্মীরা মিছিল বের করার চেষ্টা করলে ছাত্র-পুলিশের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ, লাঠিচার্জ এবং ছাত্রদল কর্মীসহ ২৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

*সংসদের লবিতে আওয়ামী লীগের সাংসদরা*

সারা দেশের ৩৮টি নার্সিং ইনস্টিটিউটের স্টুডেন্ট নার্সদের টানা ৭২ ঘন্টা ধর্মঘটের প্রথম দিন অতিবাহিত।

সুনামগঞ্জে পুলিশের গুলিতে এক ছাত্রলীগ নেতা নিহত ও অপর ৩ মহিলাসহ ১২জন আহত।

**২২ মার্চ :** সিয়েরা লিয়নে এক সড়ক দুর্ঘটনায় জাতিসংঘ সহায়তা মিশনে কর্মরত বাংলাদেশ সেনাদলের ৪ সদস্যের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে।

ঢাকা-কক্সবাজার মহাসড়কে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় ৬ ব্যক্তি নিহত এবং প্রায় ২৫ জনের মৃত্যু ঘটেছে।

সাবেক পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীরকে আদালতে হাজির না করেই সরাসরি কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

*মহিউদ্দিন খান আলমগীর আদালতে*

*ঢাকার মেয়র প্রার্থী হয়েছেন সাদেক হোসেন খোকা*

সাবেক এমপি জয়নাল হাজারীর মাস্টারপাড়াস্থ বাসভবন থেকে পুলিশ সমুদয় মালামাল ক্রোক করেছে।

**২৩ মার্চ :** পাদুয়া সীমান্ত সংঘর্ষের পর এই প্রথমবারের মতো ঢাকায় বিডিআর-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ে সম্মেলন শুরু হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ঢাকায় অনুষ্ঠিত ৩ দিনব্যাপী ১২তম রপ্তানিমেলা 'বাটেক্সপো' উদ্বোধন করেন।

# ছবির বিতর্কে বাংলাদেশ

লিখেছেন **অনিরুদ্ধ ইসলাম**

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জিয়াউর রহমানের ছবি নামানো-ওঠানোর প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের রাজনীতি আবার সংঘাতময় হয়ে উঠেছে। জাতীয় সংসদে বিএনপি জোট কর্তৃক আওয়ামী লীগ আমলে প্রণীত 'জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শন আইন-২০০১' বাতিল করাকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ সংসদ থেকে পদত্যাগ করার হুমকি দিয়েছে। সেই মর্মে সিদ্ধান্তও নিয়ে রেখেছে।

অপরদিকে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে জিয়াউর রহমানের ছবি প্রদর্শনের জন্য কৌশলী প্রস্তাব দিয়েছেন বিএনপি জোটনেত্রী খালেদা জিয়া। তিনি বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে ঐ ছবি প্রদর্শন মুজিব-জিয়ার মধ্যে ভাগাভাগি করে নিতে বলেছেন। এই প্রস্তাব অনুসারে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এই দুই নেতার ছবিও টাঙানো হবে এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় আইনও করা যেতে পারে বলে তিনি বলেছেন। খালেদা জিয়া তার এই প্রস্তাবকে ছবি নিয়ে বিতর্কের অবসান করার দাবি করলেও, আওয়ামী লীগ জানিয়েছে যে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কারো অংশীদারিত্ব চলে না। সে ধরনের কোনো বিষয় তারা মানবে না। সুতরাং আগামী কিছুদিনের রাজনীতি যে এই ছবি নিয়ে চলবে সেটা বলার কোনো অপেক্ষা রাখে না। এবং সেটা যে কোনোক্রমেই শান্তিপূর্ণ হবে না সেটাও নিশ্চিত। 'জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শন বিল' বাতিল করাকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্যরা জাতীয় সংসদেই কালো পতাকা মিছিল করেছে। অন্যদিকে রাস্তায় যাতে কোনো গোলযোগ হতে না পারে তার জন্য পুলিশ ঢাকা মহানগরীর সব পয়েন্টে কড়া প্রহরা বসিয়ে কোনো প্রকার সমাবেশ মিছিল হতে দেয়নি। এমনকি শিশুদের অন্য এক অনুষ্ঠানের মিছিল, একটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের আনন্দ মিছিলও করতে দেয়া হয়নি। এদিকে ঐ বিল পাস হলেও, আইনে পরিণত হওয়ার আগেই অতি উৎসাহী কিছু ব্যক্তি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি ভাঙচুর করেছে, তাতে কালি লেপন করেছে। আওয়ামী লীগের তরফ থেকে শেখ হাসিনাও ঘোষণা দিয়েছেন যারা বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ঐ ছবি নামিয়ে ফেলার ব্যাপারে অতি উৎসাহ দেখাবে তাদের নাম তালিকাভুক্ত করে যথাসময়ে যথাযথ শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করা হবে। সুতরাং বিষয়টি যে বর্তমানেই থেমে থাকবে না, ভবিষ্যতেও গড়াবে এটাও অনুমান করা যায়।

আওয়ামী লীগ জানিয়েছে যে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কারো অংশীদারিত্ব চলে না। সে ধরনের কোনো বিষয় তারা মানবে না। সুতরাং আগামী কিছুদিনের রাজনীতি যে এই ছবি নিয়ে চলবে সেটা বলার কোনো অপেক্ষা রাখে না। এবং সেটা যে কোনোক্রমেই শান্তিপূর্ণ হবে না সেটাও নিশ্চিত

বিএনপি জোট সরকার কর্তৃক জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শন আইন বাতিলের সিদ্ধান্ত আকস্মিক ছিল না। আওয়ামী লীগ শাসনের শেষ পর্যায়ে এসে বেসরকারি সাহায্য বিল হিসেবে এই আইন পাস করা হলে বিএনপি জোটের শরিকরা তাদের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল

বিএনপি জোট সরকার কর্তৃক জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শন আইন বাতিলের সিদ্ধান্ত আকস্মিক ছিল না। আওয়ামী লীগ শাসনের শেষ পর্যায়ে এসে বেসরকারি সাহায্য বিল হিসেবে এই আইন পাস করা হলে বিএনপি জোটের শরিকরা তাদের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল। বিএনপি বাদেও অন্যান্যরাও আইনে জাতির পিতার ছবির বাধ্যতামূলক প্রদর্শন এবং তার কোনো ধরনের অবমাননা করা হলে তাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে আমলে নেয়ার বিধানকেও বাড়াবাড়ি ও রাজনৈতিক নিপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ থাকায় তাদের আপত্তি জানিয়েছিল। বিএনপি জোট দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসার পর ঐ আইন যে বাতিল করা হবে সেটা সাধারণভাবেই অনুমান করা গিয়েছিল। নির্বাচনের পর বিএনপি জোটের নেতা-কর্মীরা অনেক জায়গা থেকে ঐ ছবি সরিয়েও নেয়। ভাংচুরও করে। তবে বেগম জিয়া প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জাতির উদ্দেশে ভাষণে কোনো ছবিকে অবমাননা না করার আহ্বান জানালে সে ধরনের তৎপরতা বন্ধ হয়। কিন্তু ঐ ছবি মাথার পেছনে রেখে জোট সরকারের মন্ত্রীরা যে স্বস্তির সঙ্গে কাজ করতে পারছিলেন না সেটা তাদের অনেকের বক্তব্যেই প্রকাশ পাচ্ছিল। কতটা কৌশলীভাবে ঐ ছবি নামানো হবে সেটাই বিএনপি জোট সরকারের বিবেচনার বিষয় ছিল। জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মুজিব ও জিয়ার ছবি প্রদর্শন সেই কৌশলী পদক্ষেপেরই অংশ। এর মধ্য দিয়ে এক ঢিলে দুটি পাখি মারারই ব্যবস্থা করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ এটা মেনে নিলে স্বাধীনতার তথাকথিত ঘোষণা প্রদানকারী হিসেবে জিয়াকে স্বীকৃতি দেয়া হবে। অন্যদিকে ছবি নামানো নিয়ে আওয়ামী লীগের আন্দোলনের মাঠ গরম করাকেও ঠেকানো যাবে। কারণ সাধারণ মানুষ আওয়ামী লীগ, বিএনপি'র অতীতাশ্রয়ী রাজনীতির এ ধরনের ঝগড়া নিয়ে এমনিতেই বিরক্ত। বেগম জিয়ার প্রস্তাবে ঐ ঝগড়ার ইতি টানার একটি

সহজ প্রস্তাব দেয়া হয়েছে বলে তারা মনে করবে এবং এ নিয়ে আওয়ামী লীগের আন্দোলনের কর্মসূচিতে তারা বিশেষ গা করবে না।

কিন্তু বিষয়টা যত সহজভাবে দেখা হচ্ছে তত সহজ নয়। বাংলাদেশের রাজনীতির যে বিভাজন সমস্ত জাতিকে গ্রাস করে রেখেছে তার সঙ্গে এর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ঐ বিভাজনের ইতি না ঘটালে এই ছবি বিতর্কেরও ইতি ঘটবে না। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া এই আইন বাতিল করাকে কেন্দ্র করে সংসদে দেয়া ভাষণে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন এর মধ্য দিয়ে জাতিকে তারা দায়মুক্ত করছেন। সেই দায় যে মুক্তিযুদ্ধের দায়, বাঙালি জাতীয়তাবাদের দায়, অসাম্প্রদায়িকতার দায় এ কথা উল্লেখ না করলেও মুজিবের পাশাপাশি জিয়াউর রহমানের প্রতিকৃতি টাঙানোর প্রস্তাব করতে গিয়ে তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, জিয়াউর রহমান ছিলেন বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা এবং পাঁচ পাঁচটি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণ সে পক্ষে তাদের রায় প্রদান করেছেন।

অপরদিকে আওয়ামী লীগের দাবি যে শেখ মুজিব কেবল তার দলের কর্মীদের কাছে জাতির পিতাই নন, সাংবিধানিকভাবেই এটা স্বীকৃত ব্যাপার। জাতির পিতার প্রতিকৃতি আইন বাতিলের মধ্য দিয়ে জনগণের আবেগ, ইতিহাসকে তো বটেই, সংবিধানেরও লংঘন করা হয়েছে।

তবে আওয়ামী লীগ-বিএনপি পরস্পর যে যুক্তি দিক না কেন, শেখ মুজিবের সঙ্গে জিয়াউর রহমানকে কোনোক্রমেই একই মর্যাদায় অবস্থান দেয়া যায় না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন একদিন বা একটি ঘোষণার ব্যাপার ছিল না। সেটা ছিল পাকিস্তানি আমলের দীর্ঘ গণসংগ্রামেরই ফলাফল। শেখ মুজিবুর রহমান সেই গণসংগ্রামের অদ্বিতীয় নেতা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সত্তরের নির্বাচনে বিজয় লাভের মধ্য দিয়ে তার ঐ নেতৃত্ব আইনগত ভিত্তি লাভ করে। বস্তুত ১৯৭১-এর পঁচিশে মার্চের পর শেখ মুজিবের নামেই প্রতিরোধ লড়াই শুরু হয়। ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের মেজর হিসেবে তিনি কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার যে ঘোষণা পাঠ করেন তা শেখ মুজিবের নামেই পড়া হয়েছিল। পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের সম্মুখ সমরে জিয়াউর রহমান আর দশজন সেক্টর কম্যান্ডারের মত সেক্টর কম্যান্ডার ছিলেন। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানও ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। ঐ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেই মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। সুতরাং স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠের সুবাদে জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার নেতা বনে

## বিআইডব্লিউটিসি'র ব্যর্থতা

# ফেরত যাচ্ছে ১৪৪ কোটি টাকা

বিদেশী সরকারের আর একটি অনুদান বাংলাদেশের হাতছাড়া হতে যাচ্ছে। বিআইডব্লিউটিসিকে দেয়া ডেনমার্ক সরকারের ১৪৪ কোটি টাকা সমপরিমাণের এই অনুদানটি হাতছাড়া হয়ে যাবার পেছনে মূল কারণ হলো সরকারি কিছু লোকের ব্যক্তি স্বার্থ।

বিআইডব্লিউটিসি-এর ২১৯টি নৌযানের মধ্যে বর্তমানে শুধু ফেরি সার্ভিস লাভজনক পর্যায়ে রয়েছে। মূলত ফেরি সার্ভিসের প্রধান আয়ের উৎস ডেনমার্ক সরকারের অনুদানকৃত ১০টি রো রো ফেরি। ১৯৮৬ সাল থেকে বাংলাদেশ সরকার এই ফেরিগুলো পেতে শুরু করে। আরিচা-নগরবাড়ি, আরিচা-দৌলতদিয়া রুটে চলাচল করা এই ফেরিগুলোর গুণগত ও কাঠামোগত উন্নত হওয়ায় যানবাহন পারাপারে এগুলোর সুনাম রয়েছে। ডেনমার্কে তৈরি ফেরিগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পড়ে বাংলাদেশ সরকারের ওপর। কিন্তু নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের অদক্ষতার কারণে ফেরিগুলো বর্তমানে প্রায় অচল। এই অবস্থায় ডেনিশ সরকার ফেরিগুলোর পুনর্গঠনের জন্যে ১৯৯৮ সালে ১৪৪ কোটি টাকা সমপরিমাণ ২৪০ মিলিয়ন ক্রোনার একটি অনুদান দেয়। এই অনুদানে ফেরিগুলোর পুনর্গঠন, ল্যান্ডিং স্টেশন-এর পুনর্গঠন, খুচরা যন্ত্রাংশের সরবরাহ, রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, দুর্ঘটনাজনিত নিরাপত্তা কার্যক্রম, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন কার্যক্রমের কথা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই কার্যক্রমের ফলে সার্বিক অবকাঠামো খাতে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ সরকার ও ড্যানিডার স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী গত বছর পুনর্গঠন কার্যক্রমের জন্যে ড্যানিশ সরকার তাদের দেশে একটি দরপত্র আহ্বান করে। দরপত্র অনুযায়ী, প্রতিটি ফেরি নতুনভাবে সাজাতে প্রায় ২৫ কোটি টাকা খরচ হবে। দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী নির্ধারিত কোম্পানি ফেরিগুলোর ইঞ্জিন ডেনমার্কে নিয়ে ডকইয়ার্ডে রেখে তার সংস্কার কাজ চালাবে। এখানে সংস্কার কার্যক্রমের যেটুকু চলবে সেটাও ড্যানিশ ইঞ্জিনিয়াররা পরিচালনা করবে।

এই কাজে দেশীয় কোনো কোম্পানির অন্তর্ভুক্তি না থাকার কারণে বাংলাদেশ সরকার বিষয়টি সহজভাবে নেয়নি বলে জানা গেছে। ড্যানিশ সরকারকে মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়টি বারবার বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। পুনর্গঠন কার্যক্রম যেন সঠিকভাবে পরিচালিত হয় সে কারণে ড্যানিশ সরকার বাংলাদেশের কোন কোম্পানিকে কাজটি দিতে রাজি নয়। বিআইডব্লিউটিসি চেয়ারম্যান এমএ মতিন সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, 'আমরা তাদের আন্তর্জাতিক টেন্ডার আহ্বানের কথা বলেছি। আমরা চীন থেকে দুটি রো রো ফেরি সংগ্রহ করছি, যার প্রতিটির মূল্য ২৫ কোটি টাকা। এপ্রিলের মধ্যেই ফেরিগুলো এসে পড়বে। নতুন ফেরি যদি আমি ২৫ কোটি টাকায় পাই তবে কেন ২৫ কোটি টাকা দিয়ে পুরনো ফেরি সংস্কার করবো'। এমএ মতিন আরও জানান, 'আমরা চাচ্ছি ফেরিগুলো নারায়ণগঞ্জ, খুলনা, চট্টগ্রামের সরকারি ডকইয়ার্ড থেকে সংস্কার কাজ করা হোক।' টাকাটা যে বাংলাদেশ সরকার নয় ড্যানিশ সরকার খরচ করবে, এটা কেউ বলছে না। ড্যানিশ সরকারের টাকাটা ঋণ নয়, দান।

চীনের কাছ থেকে সহজ ঋণে পাওয়া এই ফেরিগুলোর মান নিয়ে বিআইডব্লিউটিসি-এর কর্মকর্তাদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিআইডব্লিউটিসির এক কর্মকর্তা জানান, 'মানের দিকে থেকে এই ফেরিগুলো নিম্নমানের।' একটি সূত্রানুযায়ী জানা গেছে, ড্যানিশ সরকার অনুদান নিয়ে নতুন করে চিন্তা করছে। সংস্কার কার্যক্রমের বিভিন্ন প্রাথমিক কাজ তারা শুরু করে দিলেও এখন এই প্রজেক্ট বন্ধ করে দেয়ার চিন্তা-ভাবনা করছে। ডেনমার্ক সরকারের দেয়া এই অনুদানটি ফেরত নেয়া হলে আরিচা- দৌলতদিয়া, আরিচা-নগরবাড়ি ফেরি ঘাটে চলাচলকারী ফেরিগুলো আগামী কয়েক মাসের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

টাকা ডেনিশ সরকারের। খরচও করবে তারা। মাঝখান দিয়ে আমাদের ফেরি সার্ভিস উন্নত হবে। কাজ কে করবে? তার চেয়ে বড় কথা হলো কাজটি হচ্ছে কি না? জানা গেছে, দেশীয় কোম্পানির যে কথা উঠেছে এখানে নৌপরিবহন মন্ত্রীর আগ্রহ রয়েছে। কাজটি দেশীয় কোম্পানিকেই কেন দিতে হবে এ ব্যাপারে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় বা কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট কোনো ব্যাখ্যা দিচ্ছে না। কথাও বলতে চাইছে না। এতে কি প্রমাণিত হয়? দেশীয় কোম্পানিটি কাজ পেলে কমিশনসহ অন্য কোনো সুবিধা কি কোনো পক্ষ পাবে? এর সঠিক কোনো জবাব পাওয়া যায়নি। বিষয়টি প্যারিসে দাতাসংস্থার বৈঠকে উঠেছিল। যা হোক বন্ধু রাষ্ট্রের অর্থ যাতে ফেরত না যায় তার উদ্যোগ নৌপরিবহন মন্ত্রীকেই নিতে হবে।

যাননি। সেটা বলতে হলে একাত্তরের মার্চ তো বটেই, তার বহু পূর্বে আর যারা স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন তাদেরও স্বাধীনতার ঘোষক বলতে হয়।

আর বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী শাসনের দুর্নীতি, লুটপাট, প্রশাসনিক অদক্ষতা ও সর্বোপরি একদলীয় শাসনব্যবস্থা কায়েমের জন্য সমালোচিত হলে জিয়াউর রহমান একইভাবে ৭ই নবেম্বরের সিপাহী জনতার অভ্যুত্থানের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, কর্নেল তাহের হত্যাসহ ক্যান্টনমেন্ট ও জেলখানায় শত শত সৈনিক হত্যা, স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিকে পুনর্বাসন, সামরিক শাসন, দুর্নীতি ও অপশাসনের জন্য অভিযুক্ত ও সমালোচিত। শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে জিয়াউর রহমানের তুল্যমূল্য বিচার করা ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতাই নয়, ইতিহাসের অস্বীকৃতি। সুতরাং মুজিবের সমতুল্য করে জিয়াউর রহমানকে জাতির কাঁধে চাপিয়ে দেয়ার জন্য যত কৌশলই করা হোক জাতি সেটা গ্রহণ করবে না। বিএনপি সেটা বোঝে বলেই সম্ভবত আওয়ামী লীগের মত সে ধরনের কোনো আইন পাস করতে যায়নি। আওয়ামী লীগের আন্দোলনের পাল থেকে বাতাস তুলে নিতে তাদের নাকের ডগায় মুলো ঝুলিয়ে দিয়েছে।

অবশ্য এই ঘটনাবলীতে সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এদেশের জনগণ। জনগণের মূল ইস্যুসমূহ বাদ দিয়ে দেশ ও দেশের রাজনীতি আগামী কিছুদিনের জন্য ছবিতেই আটকা পড়ে থাকবে। আর এই ছবি ওঠানো-নামানোর রাজনীতি যে কি দুঃখজনক পরিণাম নিতে পারে আশির দশকে একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহীদ মিনারে ছবি ওঠানোর প্রতিযোগিতা থেকে সৃষ্ট ঘটনাবলী তার প্রমাণ। ছাত্ররা শেষ পর্যন্ত ঐ প্রতিযোগিতার অসারতা বুঝে সেটা বাদ দিয়েছিল। শহীদ মিনারে আবার শান্তি ফিরে এসেছিল। বাংলাদেশের রাজনীতির বড়তরফ বা এই ছবির রাজনীতির অসারতা বুঝে দেশে কবে শান্তি ফিরিয়ে আনবে দেশবাসী তারই অপেক্ষা করছে।

## ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ

# বকেয়া আদায়ে অনিয়ম

লিখেছেন **জাকির হোসেন**

ডেসার লাইনম্যান নীল মিয়া। মাঝেমধ্যে হলুদ টেম্পো, মই আর তার বাহিনী নিয়ে চলে আসে ঢাকার পূর্বাঞ্চল নন্দীপাড়া, শেখেরগাঁও ও এর সংলগ্ন এলাকায়। টার্গেট থাকে অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার নামে অভিযান চালানোর। যদিও অফিসিয়াল কোনো নির্দেশ তার কাছে থাকে না। তথাপি সে গ্রাহকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মিটার পরীক্ষা করে। বকেয়া বিল, বাড়িতে হিটার সংযোগ আছে কিনা এবং বৈদ্যুতিক লাইনের সংযোগ ঠিক আছে কিনা। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, এ দলটি বৈধ-অবৈধ সব গ্রাহকেরই সংযোগের ত্রুটি বের করে। গ্রাহককে জানায়, তার অবৈধ সংযোগের জন্য ১০ হাজার কিংবা তারও বেশি টাকা জরিমানা হতে পারে। ডেসার কাগজে জরিমানার কথা লিখে গ্রাহকের স্বাক্ষর চায়। কিন্তু ভীতু গ্রাহক বিশাল অঙ্কের জরিমানা এড়াতে নীল মিয়াকে অনুরোধ করে জরিমানা না করার জন্য। হাতে গুঁজে দেয় ৫০০/১০০০ টাকা। টাকা পেলেই নীল মিয়ারা চলে যায়। সাধারণ গ্রাহকরা হাঁপ ছাড়ে এ যাত্রায় রক্ষা মিললো বলে।

নীল মিয়ার এই বাহিনীর মতো আরো অনেক বাহিনী রয়েছে যারা ডেসা কর্তৃপক্ষের অজান্তেই গ্রাহকের দ্বারে হানা দেয়। জরিমানার ভয় দেখিয়ে ঘুষ গ্রহণ করে। আর যারা না দেয় তারা হয়ে পড়ে তাদের টার্গেট। ২২টি প্রেসের কাছে ঘুষ চাওয়ার অভিযোগ এনেছিল প্রেস মালিকেরা। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলনকে প্রেস মালিকরা জানায়, ডেসার একজন মেজিস্ট্রেট ঘুষ চেয়েছেন পরবর্তীতে মন্ত্রী জানায় আসলে ডেসা মেজিস্ট্রেটের নাম ভাঙিয়ে কয়েকজন ডেসার কর্মচারী তাদের কাছে ঘুষ চায়। পরবর্তীতে তাদের বিরুদ্ধে অবশ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। এ ধরনের ঘটনা বিভিন্ন সময়েই ঘটে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ঢাকায় অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা এবং বকেয়া বিল আদায়ের লক্ষ্যে ডেসা কর্তৃপক্ষ বিশেষ অভিযান চালায়। এ সময় ডেসার বিভিন্ন গ্রাহকের কাছে বকেয়া ছিল ২১১৮.৫৯ কোটি টাকা। ডেসা কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ক্যাটাগরির ভিত্তিতে এই বকেয়া আদায়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সে লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপটি নেয়া হয় ১ আগস্ট। ডেসার এই বিশেষ অভিযানটি গিয়েছিল পূর্ব ঢাকায়। এ এলাকায় ডেসার বকেয়া পাওনার পরিমাণ ছিল ৩৩০ কোটি টাকা। ডেসার ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের ফোর্স এবং নীল মিয়ার বাহিনীরা বাড়ি বাড়ি ঘুরতে থাকে রামপুরা, বাড্ডা, মালিবাগ, নন্দীপাড়া, মানিকদিয়া, শেখেরগাঁও এলাকায়। বকেয়া গ্রাহকদের নামে সমন জারি হয়। কিন্তু সমস্যাটি ছিল অন্য জায়গায়। নীল মিয়ার বাহিনী ম্যাজিস্ট্রেটকে বাড়ি চিনিয়ে দিতে সাহায্য করছিল। অর্থাৎ যেসব বাড়ি থেকে নীল মিয়া টাকা পায়নি সেসব গ্রাহকের নামে সমন জারি করতে ম্যাজিস্ট্রেটকে বলে দেয়। ম্যাজিস্ট্রেটও সে অনুপাতে মামলা টুকতে থাকে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শেখেরগাঁও-এর এক গ্রাহক এমনই একটি অভিযোগ করেন প্রতিবেদকের কাছে। তিনি জানান, ডেসার ম্যাজিস্ট্রেট আসার প্রায় দুই মাস আগে নীল মিয়ার বাহিনী এসেছিল। সে অভিযোগ করেছিল আপনার সংযোগ ঠিক নেই। বিশ হাজার টাকা জরিমানা লাগবে। গ্রাহক এতে উত্তেজিত হয়ে বলে, কোথায় সংযোগ ঠিক নেই বোঝান? কিন্তু সে কোনো উত্তর না দিয়ে কাগজে লিখে চলে যেতে থাকে। কিন্তু পেছনের একজন গ্রাহককে চুপি চুপি বলে, আপনি এখন হাজার পাঁচেক টাকা ধরিয়ে দেন ঠিক করে দিয়ে যাই। অফিসার সঙ্গেই আছে সমস্যা হবে না। না হয় পরে অনেক ঘুরতে হবে। গ্রাহক এ টাকা দিতে অস্বীকার করেন।

আগস্টের মাঝামাঝি সময় ডেসার ম্যাজিস্ট্রেচকে নিয়ে আসে নীল মিয়া। ম্যাজিস্ট্রেট বিলের কাগজ দেখতে চান। গ্রাহক

## একটি পোস্টার এবং টোকাই সাগর

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্প্রতি ৮ জন সন্ত্রাসীর ছবি দিয়ে 'এদের ধরিয়ে দিন' শিরোনামে একটি পোস্টার ছেপেছে। এই ৮ জন সন্ত্রাসীর সঙ্গে ছবি আছে টোকাই সাগরেরও। টোকাই সাগর বিএনপির ঢাকা মহানগর শাখার যুগ্ম সম্পাদক। বিএনপি সরকার তাকে সন্ত্রাসী বলে ধরিয়ে দিতে বলছে। কিন্তু বিএনপি দল থেকে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না। কেন এই স্ববিরোধী নীতি? এই দ্বৈত নীতিতে আর যাই হোক, সন্ত্রাস নির্মূল হবে না।

প্রদেয় বিলের কপি দেখান। এ সময় বাড়িতে কোনো পুরুষ ছিল না। বাড়ির মহিলারা যখন ম্যাজিস্ট্রেটকে বিলের কপি দেখাচ্ছে নীল মিয়া তখন পেছন থেকে বলতে থাকে– স্যার এ বাড়িতে সমস্যা আছে, ৩৯ ধারায় কেইস দেন। বাড়ির গৃহকর্ত্রী বলেন, কি সমস্যা দেখান। দুর্ভাগ্যবশত ঠিক তখনই বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। নীল মিয়া ম্যাজিস্ট্রেটকে মিটার দেখিয়ে বলে– স্যার মিটার ঘোরে না, কেইস লেখেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বেশি সময় নষ্ট না করে সে অনুসারে মামলা লিখে চলে যান।

এই গ্রাহক একজন সরকারি কর্মকর্তা। মামলার বিষয়টি চাকরি জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে, এই ভয়ে একজন উকিল পাঠায় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। উকিল এসে গ্রাহককে জানান, ১০ হাজার টাকার কমে এটি মীমাংসা করা যাবে না। গ্রাহক তখন বাধ্য হয়ে উকিল জসিম উদ্দিনকে ১০ হাজার টাকা দেন মামলার নিষ্পত্তি করে আসতে। উকিল ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল হাইয়ের কাছ থেকে এর নিষ্পত্তিপত্র নিয়ে আসেন। গ্রাহক জানান, টাকাটা কে নিল তা আমি জানি না। তবে সরকারের একটা ভালো উদ্যোগের মাধ্যমে ডেসার অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীর দ্বারা হয়রানি হলাম।

ঢাকা শহরে প্রতিদিন বিদ্যুতের চাহিদা ১২৬৭ মেগাওয়াট। কিন্তু ডেসা কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করতে পারছে ১১০০ মেগাওয়াট। উৎপাদন কম হওয়ায় ডেসা প্রতিদিনের চাহিদার সঙ্গে মিল রেখে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারছে না। স্বাভাবিকভাবেই বকেয়া বিলের গ্রাহকরা বিদ্যুতের অতিরিক্ত সুবিধা গ্রহণ করছে। সরকারি-আধা সরকারি শিল্প কারখানা এবং সাধারণ গ্রাহক সব শ্রেণীই আছে বকেয়া বিলের তালিকায়। ডেসার জুন ২০০১ পর্যন্ত বকেয়া ২১১৮.৫৯ কোটি টাকার মধ্যে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রায় ৫৪ কোটি, আধা সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কাছে ৮২৬ কোটি, বেসরকারি এবং আবাসিক গ্রাহকের কাছে বকেয়ার পরিমাণ ছিল ১০৪০ কোটি টাকা। পল্লী বিদ্যুৎ বিতরণ বোর্ড আরইবি এবং ডেস্কোর কাছেও প্রায় ২০০ কোটি টাকা বিল বকেয়া রয়েছে।

ডেসা এসব বকেয়া গ্রাহকদের কাছ থেকে বিল আদায়ের জন্য ১০০ দিনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। ১ নবেম্বর ২০০১ থেকে ১০০ দিনের কর্মসূচিতে বকেয়া বিল আদায় হয়েছে ৩৬৩.৬২ কোটি টাকা। তবে ডেসা কর্তৃপক্ষ বিল আদায়ের বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে। থেমে থেমে এ অভিযান চলছে।

বকেয়া বিল আদায়ে ডেসা কর্তৃপক্ষের জোর তৎপরতার কারণ, পিডিবির কাছে ডেসার পাওনা রয়েছে ৩ হাজার কোটি টাকা। এ বকেয়া পরিশোধের জন্য জ্বালানি মন্ত্রণালয় ডেসাকে চাপ দেয়। বলা হয়, ডেসা প্রতি মাসে ১১০ কোটি টাকা পিডিবিকে প্রদান করবে। পিডিবির এ বিশাল বকেয়া পরিশোধের জন্য ডেসার গ্রাহকের বকেয়া বিল আদায় করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। সে লক্ষ্যে চলছে বকেয়া বিল আদায় এবং অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ কর্মসূচি।

জানা যায়, গ্রাহকদের বিশাল অঙ্কের বিল বকেয়া থাকার পেছনে ডেসার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বড় ধরনের অবদান রয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, বিল রিডাররা কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রাহকের কাছে বিল পৌঁছায় না। গ্রাহক মাসের পর মাস বিল না পেয়ে এক সময় জানতে পারে তার মিটারে বড় অঙ্কের বিল বকেয়া রয়েছে। গ্রাহকের কাছে বিল না পৌঁছানোর পেছনে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবহেলা এবং অসাধু তৎপরতা জড়িত রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই মিটার ইন্সপেক্টররা গ্রাহকদের কাছে বিল নিয়ে যায় না। সহযোগী

পাঠায় বিল পৌঁছানোর জন্য। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, প্রতিটি মিটার ইন্সপেক্টরের সঙ্গে এক/দুইজন সহযোগী কাজ করে। যারা ডেসার কর্মচারী না হয়েও গ্রাহকের কাছে গিয়ে কর্মকর্তা বলে দাবি করে। আর তারাই মিটার রিডিং পরিবর্তনের জন্য গ্রাহকের বকেয়ার পরিমাণ ভারী করে। ফলে বড় অঙ্কের বিল গ্রাহককে প্রদান করতে হয় না। কিছু টাকা ব্যয় করে মিটার রিডিং ঘোরালেই বেঁচে যায় অনেক টাকা।

নাম প্রকাশে অনচ্ছিুক একজন মিটার ইন্সপেক্টরের সহযোগী জানায়, আমরা অবৈধভাবে এ কাজ করি এটা সত্যি, কিন্তু এ টাকার ভাগ তো বসরাও পায়। তা না হলে একজন ইন্সপেক্টর এক/দুইজন সহযোগী রাখে কিভাবে?

বিদ্যুতের রিডিং চুরির বিষয়টি ডেসার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অজানার কথা নয়। বহুবার বহুভাবে এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু রোধ করার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ নিতে পারেনি। ডেসার আঞ্চলিক নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়গুলোতে ডেসার কর্মচারী না হয়েও বহু লোক জীবিকার সংস্থান করছে। এরা জোটবদ্ধ তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সঙ্গে। নীল মিয়ার মতো লাইনম্যানরা এদের সঙ্গে নিয়েই হানা দেয় বিভিন্ন মহল্লায়।

ডেসার বকেয়া বিল আদায়ের অভিযান আগেও বহুবার চালানো হয়েছে। কিন্তু বিশেষ কোনো লাভ হয়নি। শীর্ষ বিল খেলাপিরা সব সময়ই তাদের গা বাঁচিয়ে রেখেছে। বড় বড় খেলাপি গ্রাহকদের সহযোগিতা করেছে অসাধু কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।

তারা বকেয়া বিল আদায়ে বিভিন্ন গ্রাহককে হয়রানিও করেছে। আদায় করেছে বড় অঙ্কের টাকা। বকেয়া বিল আদায়ের ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে ডেসার বোর্ড মেম্বার মোঃ আবদুল মান্নান (মোল্লা) সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, বকেয়া বিল আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রাহকদের প্রথমে নোটিশ দেয়া হবে। এ নোটিশের পরে গ্রাহক বিল প্রদান না করলে ডেসার প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা, ম্যাজিস্ট্রেট বকেয়া গ্রাহকের লাইন কর্তন এবং মামলা করতে পারেন। তিনি এ ক্ষেত্রে অনিয়ম হয়েছে কিনা জানেন না বলে জানিয়েছেন।

ডেসার বিদ্যুতের রিডিং চুরি, অবৈধ সংযোগসহ বিভিন্ন অনিয়মের মধ্যে অবৈধ পন্থায় গ্রাহক হয়রানি নতুন মাত্রা। ঢাকার ৩০০ বস্তিতে সারা রাত লাইট জ্বলে। মিটার নেই, বিল নেই। তবু জ্বলছে বাতি, ঘুরছে বৈদ্যুতিক পাখা। হিটার, টিভিও রয়েছে বস্তির কুটিরে। বস্তিবাসী বাতি জ্বালানোর বিপরীতে পয়সাও দেয়। কিন্তু টাকাটা সরকারের ঘরে যায় না। যায় ডেসার কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং স্থানীয় দখলদারের পকেটে। এ অবস্থার পরিবর্তন কখনও হবে কি?

# উবিনীগের ব্যতিক্রমী আয়োজন

নয়া কৃষি আন্দোলনের প্রবর্তক উবিনীগ তাদের পুনরুৎপাদিত বিচিত্র প্রজাতির ধানের বীজ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ড. এনায়েত ভুইয়ার হাতে তুলে দিয়েছে। তাদের কৃষকদের উৎপাদিত বৈচিত্র্যপূর্ণ ধান বীজ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে সংরক্ষিত থাকবে। এ উপলক্ষে উবিনীগ নারীগ্রন্থ প্রবর্তনায় ২৩ মার্চ দিনব্যাপী ধানের বৈচিত্র্য প্রদর্শনী ও চৈতালী ভাত উৎসবের আয়োজন করে। সাড়ম্বরে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে কৃষকেরা তাদের অভিজ্ঞতার কথা সুধী সমাজের মাঝে তুলে ধরেন।

কৃষিবিদদের মতে অতীতে এ দেশের কৃষকেরা পনেরো হাজার প্রজাতির ধানের চাষ করত। আজ বিচিত্র প্রজাতির এ ধানের তিন চতুর্থাংশই বিলুপ্ত। আমদানিকৃত হাইব্রিড ধানের নেতিবাচক প্রভাবে অবশিষ্ট দেশী জাতের ধানও লুপ্ত হতে চলেছে। দেশের কৃষিতে প্রাণবৈচিত্র্যের ধারা রক্ষা করতে '৯১ সাল থেকে উবিনীগ মাঠ পর্যায়ে কাজ করছে। বর্তমানে তিন ইউনিয়নের ৪০ গ্রামে উবিনীগের কার্যক্রম চলছে। তারা বাংলার ঐতিহ্য ধলা দিঘা, ঠাকুর ভোগ, সোনা অঞ্জন, কালোজিরা, নাক পোইরা সহ নানা ধরনের ধান বীজকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে। এ প্রসঙ্গে উবিনীগের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরহাদ মজহার ২০০০ কে বলেন, এদেশের কৃষির প্রাণবৈচিত্র্য রক্ষা করতে পারলেই আমরা বেঁচে থাকবো। স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবো। আজ হাইব্রিড বীজের কালো থাবায় প্রতিবেশগত ভারসাম্য ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হতে চলছে। আমাদের দেশে এমন প্রজাতির ধান রয়েছে যা খুব উচ্চ ফলনশীল। আমাদের মনে রাখতে হবে এদেশে কৃষকের বংশ পরম্পরা কৃষিক্ষেত্রে অভিজ্ঞ। ধানবীজ কি ভাবে রক্ষা করতে হয়, তা তারা জানে।

টাঙ্গাইলের আটিয়া ইউনিয়নের মাসুদপুর গ্রাম থেকে উবিনীগের অনুষ্ঠানে এসেছেন কৃষক মোঃ মাইনুদ্দীন। হিঙ্গা নগর থেকে এসেছেন নব কুমার দে। অনুষ্ঠানে তারা অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, উবিনীগের নয়া কৃষি আন্দোলনে জড়িয়ে তারা লাভবান হচ্ছে। তারা জমিতে বছরে ২-৩ ফসল উৎপাদন করতে পারছে। মিশ্র কৃষি চাষ পদ্ধতিতে একই জমিতে শীত মৌসুমে তারা আখ, ডাল, গম, মিষ্টি কুমড়া বুনছে। হাইব্রিড বীজের নেতিবাচক প্রভাব প্রসঙ্গে কৃষকেরা বলেন, হাইব্রিড বীজে জমিতে শুধু বছরে এক ফসল উৎপাদন করা যায়। এতে ক্রমেই উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। লাভ থাকে না। এছাড়া সারের প্রভাবে পুকুরের মাছ মরে যায়, গবাদিপশু নানা রোগে আক্রান্ত হয়। সকালে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কৃষকরা তাদের বাঁধা গান পরিবেশন করে। দুপুরে আগত সুধী জনকে বাংলার চিরায়ত বিভিন্ন প্রজাতির ধানের ভাত পরিবেশন করা হয়। বিভিন্ন প্রজাতির ধান বীজের সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। বিকালে সংক্ষিপ্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কৃষি প্রতিমন্ত্রী ফখরুল ইসলাম আলমগীর, বন ও পরিবেশ সচিব সাবিহ উদ্দীন, ফরহাদ মজহার। আলোচনায় কৃষি প্রতিমন্ত্রী ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, 'বর্তমান সরকার দেশের কৃষি ও কৃষকের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। কৃষির জীব বৈচিত্র্য রক্ষায় আমরা চেষ্টা করবো। নয়া কৃষি আন্দোলন বাংলাদেশে কৃষিতে নতুন চিন্তা এনেছে। এই জন্য তাদের ধন্যবাদ। হাইব্রিড ধানের বীজ প্রসঙ্গে তিনি ২০০০ কে বলেন, আমরা বিদেশ থেকে হাইব্রিড বীজ আমদানি করবো না।

কৃষির উৎপাদন ধারা অব্যাহত রাখতে দেশী ধানের বীজের উন্নয়ন করা হবে। কৃষির প্রাণবৈচিত্র্য রক্ষার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হবে। অনুষ্ঠানে গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন জাহাঙ্গির আলম জনি, শিমুল আহমেদ, খন্দকার আরিফুল হক, গাজী শফিউল আলম, মাহবুব আলম, নাজমা আখতার, পারভীন আখতার, ও জিয়ারত আলী মিয়া। বিকেলে ফকির লালন শাহ কৃষির প্রাণবৈচিত্র্য ধ্বংসকারী বহুজাতিক কোম্পানির বিরুদ্ধে কৃষকদের প্রতিবাদী গান পরিবেশন করেন।

**জয়ন্ত আচার্য**

# দারিদ্র্য অবমোচন কৌশল পত্র

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের 'যদি লাইগা যায়' ৪০ লাখ টাকার লটারি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ে লোকজন। ১০ টাকা দিয়ে তারা লটারি কেনেন। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত কমবেশি সবাই কেনেন। মনে আশা, যদি একবার ৪০ লাখ টাকা পাওয়া যায়! স্বপ্ন দেখে মানুষ বাড়ি হবে, গাড়ি হবে, গরিবী কেটে যাবে। এভাবে সবাই ঐ লটারির টাকা জিততে চান। তারা জানেন সৎ উপায়ে একবারে এতো টাকা পাওয়া সত্যিই অসম্ভব। তাই জুয়া ধরে মানুষ। ১০ টাকায় ভাগ্য বদলাতে চায়!

সরকার চায় দেশের মানুষের ভাগ্য বদলাতে। এনজিওরাও চায়। সরকার দেশের উন্নয়নে কড়া শর্তে ঋণ নেয়। এনজিওরাও পিছিয়ে নেই। গত ২০ বছরে তারা দারিদ্র্য বিমোচনের নাম করে দাতাদের কাছ থেকে দেশে নিয়ে এসেছে ১০,৪০০ কোটি টাকা। কিন্তু দারিদ্র্য কি আদৌ দূর হয়েছে? নাকি সে টাকায় রাজধানীতে তৈরি হয়েছে এনজিওদের সুদৃশ্য ইমারত, তাদের সন্তানরা পড়তে গিয়েছে বিদেশে!

প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশে কে দরিদ্র তাই নির্ধারণ হয়নি এখনো। সবাই দাবি করেন তিনি গরিব। আর এই বিষয়টি পুঁজি করেই চলছে দারিদ্র্য বিমোচনের নামে দারিদ্র্য সংরক্ষণের প্রতিযোগিতা। চেতনার এই দারিদ্র্য আমাদের করে তুলেছে পরমুখাপেক্ষী। এবছরও সরকার ১৩ মার্চ প্যারিসে অনুষ্ঠিতব্য উন্নয়ন ফোরামের বৈঠকে ২১৫ কোটি ডলার সাহায্য চাওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে।

প্রকৃত বিচারে, দারিদ্র্য বিমোচন কার জন্য? নিশ্চয়ই দরিদ্র জনগণ ও তাদের সত্যিকার প্রতিনিধি কিন্তু বর্তমানে দেশে ঘটছে উল্টো ঘটনা। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ বর্তমান সরকারকে জানিয়ে দিয়েছে যে, একটি পূর্ণাঙ্গ 'দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র' রচিত না হলে আগামীতে বাংলাদেশের জন্য বিশেষ কনসেশনাল ঋণ মঞ্জুর করবে না। তাই সরকার তড়িঘড়ি করে উচ্চ পর্যায়ের আমলাদের নেতৃত্ব থেকে একটি টিম গঠন করে কৌশলপত্র প্রণয়নের দায়িত্ব দিয়েছিল। তারা সেই দায়িত্ব চাপিয়েছে নিয়োগকৃত দু'জন বিশেষজ্ঞের ওপর। এখন পর্যন্ত সমগ্র কাজের অগ্রগতি কতটা তা জনগণ জানে না।

তাই প্রশ্ন উঠেছে, এই পিআরএসপি প্রণয়ন প্রক্রিয়া নিয়ে। বেসরকারি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান পিপলস্ এমপাওয়ারমেন্ট ট্রাস্ট (পিইটি) এবং অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ যৌথভাবে পিআরএসপি প্রণয়ন কৌশল নিয়ে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পিইটি গত ৯ মার্চ ঢাকা 'দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল : কি, কেন এবং কার জন্য' শীর্ষক এক জাতীয় কনভেনশনের আয়োজন করে। এর আগে পিইটি, অ্যাকশান এইডের সহযোগিতায় বিভাগীয় শহর সিলেট, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে পাঁচটি বিভাগীয় মতবিনিময় সভার আয়োজন করে জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে।

পিইটির চেয়ারপার্সন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক মাহবুবুল মোকাদ্দেম (যিনি এসএম আকাশ নামে সর্বাধিক পরিচিত) সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র বাংলাদেশ সরকারের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে যে, বর্তমান নাজুক অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে সরকার অতীতের মতোই সস্তা ঋণের বিনিময়ে বিশ্বব্যাংকের পছন্দসই একটি পিআরএসপি প্রণয়ন করতে বাধ্য হবেন।

অধ্যাপক আকাশ মনে করেন, SAP-এর

## ভূমিহীনদের জন্য সেমিনার

দেশে শতকরা ৫৭ জন ভূমিহীন। সারা দেশে বর্তমান নদী থেকে জেগে ওঠা চরের পরিমাণ ১৭২২.৮৯ বর্গকিলোমিটার। অথচ প্রচলিত আইনের দুর্বলতার কারণে জেগে ওঠা চরের সুফল ভূমিহীনরা পাচ্ছে না। চরের জমি বেশির ভাগই তথাকথিত রাজনৈতিক এলিট, জোতদার ও ভূ-স্বামীদের হাতে চলে যাচ্ছে। এ কারণে দারিদ্র্য বিমোচন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য শিকস্তি ও পয়স্তি আইনের সংশোধন প্রয়োজন।

ন্যাশনাল পলিসি অ্যাডভোকেসি সেল সমতার উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারে বক্তারা এ দাবি করেন। খুশি কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. কামাল সিদ্দিকী, ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব আজাদ রুহুল আমিন, পিপিআরসি নির্বাহী পরিচালক ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সম্পাদক ড. আবুল বারকাত, এডাবের সাবেক পরিচালক শামসুল হুদা, ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী, বাংলাদেশ ক্ষেত মজদুর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, সমতার নির্বাহী পরিচালক মোঃ আব্দুল কাদের, সমতার পরিচালক সোহেল ইবনে আলী, এএলআরডির নির্বাহী পরিচালক মিজানুর রহমান চৌধুরী।

নির্ধারিত বক্তব্যে আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী বলেন, ভূমি সম্পর্কে আমাদের দেশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বুঝতে চান না। এ কারণে জটিলতার সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন, '৯৪ সালের নদী শিকস্তি ও পয়স্তি আইনের সংশোধনের সময় আমি সচিব ছিলাম। এ সংশোধনী আমি রোধ করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি। তবে বসবাস করে না এমন মানুষ জমি পাবেন না, এমন আইন করলে হয়তো ভূমিহীনরা উপকৃত হবে।

ড: কামাল সিদ্দিকী বলেন, '৭২ সালের আইনটি ভালো ছিল। আমি আওয়ামী লীগ শাসনামলে তাদের নেতৃবৃন্দকে '৭২-এর আইনে ফিরে যাবার অনুরোধ করেছিলাম। তারা শোনেননি। তিনি বলেন, শুধু নতুন আইন নয়, আইনকে বাস্তবায়ন করতে হবে। ভূমিহীনরা কিভাবে সত্যিকারভাবে জমি পায় ও পেয়ে উপকৃত হয় তা খুঁজে বের করতে হবে। ড. আব্দুল বারাকাত বলেন, দেশে ৩৩ লাখ একর চিহ্নিত খাস জমি আছে। এ পর্যন্ত ৪৪ ভাগ বন্টন হয়েছে। বন্টিত জমি কত ভাগ ভূমিহীন কৃষক পেয়েছে তা দেখতে হবে। জমি পাওয়ার পর তারা কি লাভবান হয়েছে? অনেক ক্ষেত্রেই খাস জমি রক্ষা করতে কৃষক নিজস্ব জমিটুকুও হারিয়েছে। সেমিনারে নির্ধারিত আলোচনার পর মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় বক্তারা বলেন, চরের জমি সত্যিকার ভূমিহীনদের হাতে তুলে দিলে অর্থনীতিতে গতি আসবে। সঠিকভাবে পয়স্তি জমি বন্টন করতে পারলে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।

চর এলাকার মানুষকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা বন্ধ হবে। সেমিনারে মূল প্রবন্ধে শিকস্তি ও পয়স্তি আইনের ধারাবাহিকতা, চরাঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা '৯৪ সালের শিকস্তি-পয়স্তি (সংশোধনী) আইনের সুবিধা ও অসুবিধা তুলে ধরা হয়।

মতো PRSPও এক ধরনের 'Policy Basel Lending '-এ, Policy গ্রহণ না করলে ঋণ মঞ্জুর হবে না। তাই তাদের এই অর্থ দিয়ে অভ্যন্তরীণ মালিকানা নিশ্চিত করে গরিব জনগণের প্রতি স্বচ্ছ জবাবদিহিতামূলক একটি দারিদ্র্য বিমোচন প্রক্রিয়া কিভাবে চালানো হবে তা স্পষ্ট নয়। ব্যাপারটি উল্টো হতে পারতো। অর্থাৎ আমরা স্বাধীনভাবে আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) প্রণয়ন করে দাতাদের বলতে পারতাম কোথায় কোথায় তোমরা সাহায্য দিতে রাজি আছ বল এবং তোমাদের শর্ত বল; তারপর আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে কিছু সাহায্য প্রত্যাখ্যান কিছু পছন্দ মতো সাহায্য গ্রহণ করে অগ্রসর হতাম, তাহলে অভ্যন্তরীণ জাতীয় মালিকানা রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকতো। তার মতে, PRSP প্রক্রিয়ায় জাতীয় সংসদের অনুপস্থিতি ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়। বিশেষ করে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততার অভাবে এটি একটি আমলাতান্ত্রিক অনুশীলন হয়ে দাঁড়িয়েছে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদে PRSP-এর মতো একটি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিতর্ক ও অন্যান্য নির্বাচিত স্থানীয় প্রতিনিধিদের এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্তকরণ PRSP-র রাজনৈতিক ভিত্তির জন্য অত্যন্ত জরুরি।

পিআইটির নির্বাহী পরিচালক শিশির শীল সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমরা PRSP প্রণয়নের বিপক্ষে নই, কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক ঐকমত্য। প্রকৃত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মতামত তুলে না এনে এক মাসে সারা দেশে মিটিং করে যে জটিল বিষয়টি তৈরি করা হচ্ছে তা দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কতটুকু খাপ খাবে? PRSP প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে গুটিকয়েক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা ও নিয়োজিত বিশেষজ্ঞের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে মন্ত্রণালয় থেকে মাঠপর্যায়ে সরকারের প্রতিটি বিভাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। অন্যথায় দারিদ্র্য বিমোচনে জাতীয় উদ্দেশ্য ও কৌশল নির্ধারণের পরিবর্তে PRSP প্রক্রিয়া একটি 'কাগুজে নীতিমালা' প্রণয়নের উদ্যোগ হিসেবে পরিগণিত হবার আশঙ্কা থেকে যায়।

পিইটির অন্যতম নির্বাহী পরিচালক মাহবুবুল হক রিপন ২০০০কে বলেন, গত ৩০ বছরে দারিদ্র্য নিয়ে অনেক নীতি নির্ধারণ ও কর্মসূচি প্রণয়ন হলেও কোনোটির মধ্যে সমন্বয় নেই। দারিদ্র্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত কর্মসংস্থানের বিষয়ে কোনো সরকার কথা বলতে নারাজ। আর কালো টাকার দৌরাত্ম ও দেশীয় সম্পদের পাচার সমাজে সৃষ্টি করছে সন্ত্রাস। এগুলো একটি অন্যটির সঙ্গে একই শেকলে বাঁধা।

**ফরিদ আহমেদ**

# পলিথিনের পর পাহাড় কাটা

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক বিপর্যয় নতুন নয়। এর পেছনে প্রাকৃতিক কারণের পাশাপাশি প্রধান সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে গোষ্ঠী বা ব্যক্তি স্বার্থে অবাধে পাহাড় কাটা এবং বন উজাড়। এ সংকটময় পরিস্থিতিতে বর্তমান পরিবেশমন্ত্রী শাজাহান সিরাজ বৃহত্তর চট্টগ্রামে পাহাড় কাটা সম্পূর্ণ বেআইনি ঘোষণা করলেন। স্থগিত ঘোষণা করলেন জোত পারমিট প্রদান– কাঠ পাচার রোধে যা জরুরি ছিল। এর আগে পলিথিন বন্ধের লক্ষ্যেও এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনায় এসেছেন একই মন্ত্রী। যদিও তা এখনো পুরোপুরি কার্যকর হয়নি, চেষ্টা ছিল।

গত ৯ মার্চ শনিবার জাতীয় দৈনিকে বন্দরনগরীতে অবাধে পাহাড় কাটার সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে বেশ হৈ চৈ পড়ে যায় সর্বত্র। একদিনের নোটিশে হেলিকপ্টারে বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চল প্রদক্ষিণ করেন পরিবেশমন্ত্রী শাজাহান সিরাজ। ১৪ মার্চ বৃহস্পতিবার বিকেলে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী উপরোক্ত ঘোষণা দুটি দেন। ১৫ মার্চ শুক্রবার থেকে এ ঘোষণা কার্যকর হবার কথা।

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো কোনো মন্ত্রী এ ধরনের পদক্ষেপ নিলেন। মন্ত্রী সংবাদ সম্মেলনে বললেন, গত ১৩ মার্চ বুধবার সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত হেলিকপ্টার নিয়ে সীতাকুন্ড, বাড়বকুন্ড, খুলশী, পাহাড়তলী, বায়েজীদ বোস্তামী, নাসিরাবাদ এলাকা প্রদক্ষিণ করেছেন। এসব এলাকার পঞ্চাশ থেকে ষাটটি পাহাড় পুরো এবং আংশিক কাটা দেখেছেন বলে জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন, 'গত পাঁচ বছর ধরে বন উজাড় ও অবাধে পাহাড় কাটার এ ধ্বংসযজ্ঞ অব্যাহত রয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের অনুমোদন নিয়ে পাহাড় কাটতে হয়। ২০৪টি ইটের ভাটার মধ্যে ৫৯টি পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নিয়েছে , বাকিগুলোর নেই। অনুমোদনহীন ইটের ভাটাগুলো অবাধে পাহাড় কেটে চলেছে, তার দায় প্রশাসনকে নিতে হবে– দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বললেন পরিবেশমন্ত্রী। তিনি এভাবে পাহাড় কেটে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করার তীব্র সমালোচনা করেন। উল্লেখ্য, তিনি ট্রাকে করে পাহাড় কাটা মাটি নিতেও দেখেছেন সরেজমিন পরিদর্শনের সময়।

মন্ত্রী প্রকাশ্যে বললেন, 'গভীর রাতে টেলিফোনে খবর পাই পাহাড় কাটা হচ্ছে। যারা অভিযোগ করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করে তাদের অযথা হয়রানি করা হয়।'

কেবল প্রশাসন পাহাড় কাটা বন্ধ করতে পারবে না। জনগণের সহায়তা কামনা করে এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা দেন– যতো শক্তিশালীই হোক, এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে কোনো চাপের কাছেই তিনি নতি স্বীকার করবেন না।

নদী খনন করে নিম্নাঞ্চল ভরাট, নতুন রাস্তাঘাট তৈরি সম্ভব বলে মন্ত্রী বিকল্প ব্যবস্থার কথাও তার বক্তব্যে আনেন।

সংশ্লিষ্ট মহলের মতে সরকারের লাগাতার তদারকি এবং সক্রিয় নজরদারি অব্যাহত না থাকলে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর তো হবেই না। অচিরেই আবার পাহাড় কাটা শুরু হবে।

ইমারত নির্মাণ আইনে পাহাড় কাটার শাস্তি ৭ বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং গ্রেপ্তারকৃতদের জামিন অযোগ্য বলে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

খুলশী, নাসিরাবাদ, অক্সিজেন, ফতেয়াবাদ, ভাটিয়ারী, শেরশাহ কলনি, ফিরোজশাহ কলনি, ফয়েজলেক, বাড়বকুন্ড, সীতাকুন্ডসহ বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে পাহাড় কাটা হচ্ছে দীর্ঘদিন থেকে। অপরিকল্পিত নগরায়ণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বন্দর নগরীতে। এর পেছনে ফায়দা লোটা রাঘব বোয়াল, সিন্ডিকেটদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে রেখে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কখনই সফলতার মুখ দেখেনি এ পর্যন্ত। এবার মন্ত্রীর প্রকাশ্য ঘোষণা কার্যকরের ক্ষেত্রেও এ পর্যন্ত সফলতা দেখা যায়নি। একটি পাহাড় কেটে লাভ হয় দু'দিক থেকে। প্রতি ট্রাক মাটি বিক্রি হয় ৫০০ থেকে ১০০০ টাকায়। পাহাড় কেটে ভূমি উদ্ধার করে উচ্চমূল্যে প্লট হিসাবে বিক্রি করা হয়। নিম্নাঞ্চল ভরাট, নতুন রাস্তা, স্থাপনা নির্মাণের উদ্দেশ্যে ভূমি ভরাটের জন্য মাটির চাহিদা পূরণ হয় পাহাড় কেটে।

বহুমুখী কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে পাহাড় কাটা হচ্ছে অবাধে– এটাই বাস্তবতা। এ বাস্তবতার বিপরীতে মন্ত্রীর ঘোষণা কার্যকরে ব্যর্থতা আনবে সমূহ পরিবেশ বিপর্যয়, সফলতা আনবে পরিবেশ বিপর্যয়ের কিছুটা সমাধান।

পরিবেশমন্ত্রী শাজাহান সিরাজের সঙ্গে ১৩ ও ১৪ মার্চ ছিলেন পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী জাফরুল ইসলাম চৌধুরী এমপি, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম, পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রামের পরিচালক মোঃ ইসমাইল।

**সুমি খান** *চট্টগ্রাম থেকে*

## কবিরপুর ক্ষুদ্র তরঙ্গ বেতার কেন্দ্র

# বছরে অর্ধ কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকি

ঢাকা জেলার সর্ব উত্তরে সাভার উপজেলার কবিরপুর গ্রাম। যথেষ্ট সুন্দর ভৌগোলিক পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও এলাকার ৯৫ ভাগ মানুষ কৃষিনির্ভর জীবনযাপন করে খুব কষ্টে। ধান উৎপাদন করে সংসার চালানোর মতো পর্যাপ্ত জমিজমা প্রায় কোনো কৃষকেরই নেই। কারণ ১৯৭৪ সালে তৎকালীন সরকার ক্ষুদ্র তরঙ্গ বেতার কেন্দ্র 'বহির্বিশ্ব কার্যক্রম' প্রতিষ্ঠার নামে ৬০৮ একর কৃষি জমি এই গ্রাম থেকে অধিগ্রহণ করে। ১৯৭৭ সালে সরকার কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে এটি বেষ্টিত করে। আশির দশকের প্রথম দিকে বেতার কেন্দ্রের কাজ সম্পন্ন হয়। এতে খোদ বেতার কেন্দ্র, কর্মচারী কলোনি, টাওয়ার এবং আনুষঙ্গিক অন্য সবকিছুর জন্য প্রয়োজন হয় ১২৫ একর জমি। যেহেতু এতো বড় মাপের জমি সরকারের কাজে লাগেনি তাই জমির সাবেক মালিকগণ অধিগ্রহণ বিল গ্রহণ না করে জমি ফেরত পাওয়ার জন্য মামলা করে, কিন্তু এতেও ব্যর্থ হয়। জমি বেশি থাকায় ১৯৮৮ সালে তথ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ এফডিসিকে ১০৩ একর জমি বরাদ্দ দেয়। ভূমি অধিগ্রহণ আইনে আছে অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি সরকারের কাজে না লাগলে বা বেশি হলে বেশি সম্পত্তি প্রকৃত (সাবেক) মালিক ফেরত পাবে।

প্রায় ৩৮০ একর জমি এখন বেতার কেন্দ্র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পত্তিতে মনে হয় রূপান্তরিত হয়েছে। প্রতি বর্ষা মৌসুমে প্রায় ২২ থেকে ২৪ হাজার মণ ধান উৎপাদন হয়। যার অর্ধেক বেতার কেন্দ্রে চাকরিরত কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়ে থাকে আর বাকি অর্ধেক নেয় বর্গাদার গরিব চাষী। ধান রাখার জন্য নিজস্ব গুদাম ঘর এবং ধান সেদ্ধ করে চাল করার ভ্রাম্যমাণ চালের কল বসানো হয়। গত দু'বছর ধরে মাত্র বোরো মৌসুমের ফসল ফলানো বাদ দেয়া হয়েছে। কারণ বেতার কেন্দ্রের পাম্প প্রায় বিকল হয়েছে। কারণ প্রতি বছর ৩-৪শ' একর জমিতে ফসল ফলাতে গিয়ে পাম্পটি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। পাম্পটির কাজ ছিল শুধু অফিস কলোনিতে পানি সরবরাহ করা। পাম্পটি সচল করে আবারও বোরো ফসল করার পরিকল্পনা তাদের রয়েছে। জানা গেছে, বর্গাদারদের ভালো জমি পেতে কর্মকর্তাদেরকে জমি প্রতি অফেরতযোগ্য নির্দিষ্ট অংকের টাকা জমা দিতে হয়। প্রায় ৩০ লাখ টাকা মূল্যের ধান কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ভাগবাটোয়ারা করে নিচ্ছে। দু'বছর আগ পর্যন্ত বোরো মৌসুমসহ এ টাকার পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৫০ লাখ টাকা। অথচ এ পর্যন্ত প্রতি বছর ট্রেজারি চালানোর মাধ্যমে ৫ হাজার টাকার বেশি কোনো বছরই টাকা জমা দেয়া হয়নি বলে জানান নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন কর্মকর্তা।

এই বেতার কেন্দ্রে কর্মকর্তাদের সপরিবারে থাকার জন্য কোনো কোয়ার্টার তৈরি করা হয়নি। তাদের জন্য আছে শুধু একটি ডরমেটরি বিল্ডিং। ওখানেই চারজন বেতার প্রকৌশলী থাকেন সপরিবারে। তৃতীয় শ্রেণীর ১৬জন কর্মচারী ফ্যামিলি নিয়ে থাকতে পারে এমনভাবে তৈরি আছে চারতলা বিশিষ্ট দুটি বিল্ডিং। কিন্তু ১জন কর্মচারী ছাড়া প্রত্যেক ফ্ল্যাটের কর্মচারীই বাইরের লোকের কাছে ১ রুম, কোনো ক্ষেত্রে ২ রুম করে ভাড়া দিয়েছে। প্রতি ১ রুমের মাসিক ভাড়া নিম্নে ১ হাজার। যে কর্মচারীর পরিবার ছোট সে ২ রুম ভাড়া দিয়েছে। মাত্র ১জন কর্মচারী ছাড়া ১৫ জন কর্মচারী বাসা ভাড়া দিয়ে প্রতি বছর আয় করছে প্রায় আড়াই লাখ টাকা। দুর্ভাগ্যবশত কিছু কিছু চোর-ডাকাত ভাড়াটিয়ার নামে মাঝে মাঝে কর্মচারী কলোনিতে জায়গা করে নেয়। যেমন মাস ছয়েক আগে একজন পেশাদার লাইসেন্সবিহীন পতিতার আবাস ছিল একজন কর্মচারীর বাসায়। অন্য কর্মচারীদের সন্তানদের আড্ডা যখন ঐ পতিতার রুমে প্রায় পরিলক্ষিত হলো তখন অনেক কষ্টে স্থানীয় প্রভাবশালী লোকজনের সহায়তায় তাকে বাসা থেকে সরাতে সক্ষম হয়েছে ঐ কর্মচারী।

এই কলোনির পেছনেই গড়ে উঠেছে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নিজেদের তৈরি করা একটি পল্লী। বেতার কেন্দ্রের বিদ্যুৎ, পানি দিয়েই চলে এ পাড়া। সব মিলিয়ে প্রায় ৫০টি ২০০০ ওয়াটের হিটার চলে রান্নার কাজে। কারণ এখানে কোনো গ্যাসের ব্যবস্থা নেই। বছরখানেক আগ পর্যন্ত এক কর্মচারীর মালিকানাধীন একটি লেয়ার মুরগির ফার্ম পরিলক্ষিত হতো। যদিও এটি কেপিআই-১ (Key Point Instolment-1)-এর আওতায় তবুও এর প্রতি সরকারের তেমন নজর নেই। সব মিলিয়ে এ প্রতিষ্ঠানটি দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। সরকার একটু নজর দিলেই এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতি বছর অর্ধ কোটি টাকা রাজস্ব পেতে পারে। অপর দিকে বৈদ্যুতিক হিটার বন্ধ করে লোডশেডিং কমিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে অনায়াসে।

**জাকির হাসান**

## অমিতের মতো সবুজও বাঁচতে চায়

সবুজের বয়স এখন ১৬। জীবনের অনেক কিছুই দেখা তার বাকি। মেধাবী এই তরুণ জটিল যকৃৎ পচন রোগে আক্রান্ত। চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন কয়েক লাখ টাকা। সবুজ এখনও স্বপ্ন দেখে বেঁচে থাকার। এই রোগের কারণেই মারা গিয়েছে তার বড় ভাই, বোন। তারও কী পরিণতি হবে তার ভাই-বোনদের মত? এ প্রশ্ন আপনাদের কাছে। আপনাদের একটু সাহায্যের হাত বাঁচিয়ে দিতে পারে সবুজের জীবন। বেঁচে থাকার অদম্য বাসনা নিয়ে অসহায়, নিঃস্ব এই তরুণ তাকিয়ে আছে আপনাদের দিকে।

**সাহায্য পাঠাবার ঠিকানা**
**যৌথ হিসাব নং-৯১১৮**
**পূবালী ব্যাংক**
**মিরপুর ১১ নং শাখা**
**ঢাকা**
**যোগাযোগ : ফোন-৯০০৬৪০৩**
**মির্জা-০১৮২১৯৫৯২**

## জুলাই নাগাদ এনডব্লিউডি সুবিধা পাচ্ছেন হাটহাজারীর জনগণ

আগামী তিন মাসের মধ্যে চট্টগ্রামের হাটহাজারীর ৫০০ গ্রাহক বিনা খরচে টিএন্ডটির ডিজিটাল সুবিধা পাবে– জানালেন টিএন্ডটির জিএম মনিরুজ্জামান খান। সাপ্তাহিক ২০০০-এর সঙ্গে আলাপকালে মনিরুজ্জামান খান জানান, তালিকায় চট্টগ্রাম বিভাগে আগে ৭৭টি থানা (উপজেলা) ছিল, পরে ১৫টি যোগ হয়। পরের ১৫টির মধ্যে হাটহাজারী অন্যতম। এর মধ্যে ৫০০ গ্রাহকের আবেদন চূড়ান্ত হয়ে আছে বলে তিনি জানান। এর ফলে এ অঞ্চলের প্রবাসীরা অপারেটরের মাধ্যমে নয়, সরাসরি ফোনালাপ করতে পারবেন স্বজনের সঙ্গে। টিএন্ডটির ২০০০-২০০১ অর্থবছরের প্রকল্পে উপজেলা পর্যায়ের এ ৯২টি থানার ২৬টি টিএন্ডটির নিজস্ব অর্থায়নে ডিজিটাল টেলিফোনের আওতাভুক্ত হবে। এতে আনুমানিক তিন মাস প্রয়োজন। অর্থাৎ আগামী জুলাই নাগাদ হাটহাজারীর জনগণ টিএন্ডটির ডিজিটাল সংযোগের অন্তর্ভুক্ত হবে, যা দীর্ঘদিনের দাবি এ অঞ্চলের প্রবাসী ও স্থানীয়দের। চট্টগ্রামে মাত্র ৩টি চ্যানেলের মাধ্যমে OTD (Operater Trunk Dialing) পদ্ধতিতে উপজেলাগুলোতে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা এখনো চালু রয়েছে। এ পুরনো পদ্ধতিতে অপারেটরকে বলে লাইন লাগাতে হয়। দু'জন কথা বললে আর লাইন দেয়া হয় না। চ্যানেল বেড়ে এনডব্লিউডি হলে সবাই এ্যানালগ ম্যানুয়েল লিংক সুবিধা পাবে বলে মনিরুজ্জামান খান সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান। (গত ১ ফেব্রুয়ারি বর্তমানে জাপান প্রবাসী জনৈক হাটহাজারীবাসীর টেলিফোনে অনুরোধক্রমে এ রিপোর্ট দেয়া হলো।) **সুমি খান** *চট্টগ্রাম থেকে*

## প্রেস বিজ্ঞপ্তি সবার জন্য নিরাপদ পানি নিশ্চিত

বর্তমানে সারা বিশ্বে প্রায় ৮০টি দেশ পানি সমস্যার সম্মুখীন। চাহিদা অনুসারে পানি সরবরাহ ছাড়াও উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশে পানি সরবরাহ যথাযথ নয়, তার গুণগত মানও অত্যন্ত খারাপ। বাংলাদেশে এক সময় প্রচুর পরিমাণে ভূ-উপরিভাগ ও ভূগর্ভস্থ পানি পাওয়া যেত। কিন্তু ভূ-গর্ভস্থ পানির অপরিকল্পিত উত্তোলন এবং পানিসম্পদের অব্যবস্থার ফলে বর্তমানে নিরাপদ খাবার পানি হুমকির সম্মুখীন। এই সমস্যা মোকাবেলার জন্য আমাদের সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

বিশ্ব পানি দিবস উপলক্ষে গত বৃহস্পতিবার দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত সেমিনারে মাননীয় মন্ত্রী এই বক্তব্য প্রদান করেন। এনজিও ফোরাম ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যৌথভাবে নগরীর বিইটিএস সেন্টার সেমিনার হলে বিশ্ব পানি দিবসের প্রাক্কালে সেমিনারটি আয়োজন করে। সেমিনারটির প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'সবার জন্য নিরাপদ পানি : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত'। মন্ত্রী বলেন, যদিও বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষ ভূ-গর্ভস্থ পানি খাবার পানি হিসেবে ব্যবহার করতো কিন্তু বর্তমানে ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণের ফলে এটা আর নিরাপদ নয় এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। তিনি বলেন, সরকারের একার পক্ষে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। সুতরাং সংশ্লিষ্ট সাবাইকে বিশেষভাবে এনজিওদের এই সমস্যা সমাধানের জন্য এগিয়ে আসতে হবে সামাজিক সচেতনাতা সৃষ্টির মাধ্যমে।

এনজিও ফোরামের সদস্য রাশেদা কে. চৌধুরী সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অন্যান্যদের মধ্যে পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী গৌতম চক্রবর্তী, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব এওয়াই বিআই সিদ্দিকী, ড্যানিশ রাজকীয় দূতাবাসের কাউন্সিলার প্রিবেন গনডলফ ড্যানিশ রাষ্ট্রদূতের পক্ষে বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। অন্যান্যের মধ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী এসএম আবু মুসলিম এবং এনজিও ফোরামের নির্বাহী পরিচালক এস এম এ রশীদ সেমিনারে বক্তব্য রাখেন। এসএম রশীদ বলেন, সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশ রক্ষার জন্য এবং উন্নয়নের জন্য নিরাপদ পানির প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে মোট পানি সম্পদের ২.৫ ভাগ পানি খাবার যোগ্য। বাকি ৯৭.৫ ভাগ পানি লবণাক্ত। শুধু ১ ভাগ পানি ব্যবহারযোগ্য। তিনি পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে আহ্বান জানান।

## শুভ জন্মদিন

আমাদের **সুমাইয়া হাশেম ইথানা**'র চতুর্থ শুভ জন্মবার্ষিকী ২৫ মার্চ। শুভ জন্মদিনে সুমাইয়া ইথানা'র জন্য অনেক অনেক আদর আর আশীর্বাদ।

**আব্বু ও আম্মু**
৫১৭, বাগানবাড়ী, মালীবাগ, ঢাকা

## বিসিএস কম্পিউটার শো ২০০২

২৪ থেকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হচ্ছে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি আয়োজিত 'বিসিএস কম্পিউটার শো ২০০২'। এবারের মেলার সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে মেলার ভেন্যু। বহুল আলোচিত বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিতব্য এই মেলার উদ্বোধন করছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। মেলা সাধারণ দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত হবে ২৫ মার্চ ২০০২ সকাল ১০টা থেকে। মেলায় ৬০-৭০টির মতো আইটি প্রতিষ্ঠান অংশ নিচ্ছে। মেলায় দর্শকরা বিনামূল্যে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটে ব্রাউজিং করতে পারবে। এছাড়া কম্পিউটার জেনারেটেড, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, ডিজিটাল ডিসপ্লে, মিডিয়া সেন্টার এবং সেমিনারের আয়োজন করা হচ্ছে। মেলায় প্রবেশ মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ২০ টাকা। এছাড়া এখানে থাকছে র‍্যাফল ড্র-এর ব্যবস্থা।